facebook.com/Aajkaal

আজকাল

www.aajkaal.in

আরও খবর

(সবিস্তার ৫ পাতায়)

প্রকাশ্য দিবালোকে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মিছিলের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে হুমকি দিয়ে চলেছে এক যুবক। পেছনে দিল্লি পুলিশের বিশাল বাহিনী তামাশা দেখছে। তারপর যুবকটি গুলিও চালাল। তখনও নিষ্ক্রিয় পুলিশ। গুলি চালানোর পর পড়ুয়ারাই ছুটে গিয়ে যুবককে যখন ধরে ফেললেন, তখন দৌড়ে এল পুলিশ বাহিনী। ছিঁচকে চোর ধরার মতো জ্যাকেটের কলার ধরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ ভ্যানে। পুরো ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ দিল্লি পুলিশের ভূমিকা এখন প্রশ্নের মুখে।

‘কার চাই আজাদি? এসো আমি দিচ্ছি’— চিৎকার করে গুলি চালায় ‘রামভক্ত’ গোপাল শর্মা নামে সেই যুবক। পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার আকস্মিকতায় তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। কিন্তু নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে, এমন ঘটনায় অভিযুক্তের হাতে বা পায়ে গুলি চালিয়ে ভয়ানক কিছু ঘটে যাওয়া আটকানোই সাধারণ নিয়ম। তা করা হয়নি। তাছাড়া ধরা পড়ার পর ধৃতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপাদমস্তক তল্লাশি করাই নিয়ম। তা না করে তাকে ‘জামাই আদর’ করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হল কেন? জবাব মেলেনি।

পূর্বঘোষণা মতো বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ মিছিল করছিলেন। গন্তব্য ছিল রাজঘাট। মিছিল শুরু হতেই দিনভর ফেসবুক লাইভ করার পর রিভলভার নিয়ে সেখানে পৌঁছয় গ্রেটার নয়ডার বাসিন্দা গোপাল শর্মা। তার গুলিতে জখম হন মাস কমিউনিকেশন বিভাগের শাদাব নামে এক ছাত্র। তাঁকে প্রথমে হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, পরে এইমসে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

দিল্লি পুলিশের এক কর্তা এদিন বলেছেন, ‘ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুরো ঘটনার তদন্ত করবে। এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে অভিযুক্ত যুবকের মানসিক ভারসাম্য ঠিক আছে কি না।’ সিবিএসই বোর্ডের এক শংসাপত্র দেখিয়ে দাবি করা হচ্ছে, অভিযুক্ত নাবালক। তবে, জামিয়ার পড়ুয়াদের ওপর হামলা যে রীতিমতো পরিকল্পনামাফিক ছিল, তার বহু প্রমাণ মিলেছে।

এদিকে, সংসদ অধিবেশনের কয়েক ঘণ্টা আগে এদিনের ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের ‘দেশ কি গদ্দারো কো, গোলি মারো শালো কো’ স্লোগানকেই দায়ী করছেন বিরোধীরা। তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজনৈতিক নেতানেত্রী–সহ সব মহল। অমিত শাহর পদত্যাগ দাবি করেছে আপ এবং কংগ্রেস। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, ‘কেমন দিল্লি গড়তে চান, জবাব দিন। বিজেপি–র নেতা–মন্ত্রীরা গুলি করার কথা বলে প্ররোচনামূলক ভাষণ দিলে এমন ঘটনা তো ঘটবেই।’ সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ লিখেছেন, এই দিনেই গান্ধীজিকে খুন করেছিল নাথুরাম, আর আজ আজাদিকে খুন করার চেষ্টা করল আর এক রামভক্ত।

দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সকলেই। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর এক টুইটের জবাবে লিখেছেন, ‘দয়া করে দিল্লির আইন–শৃঙ্খলার খেয়াল রাখুন।’ শাহ লিখেছিলেন, ‘এমন ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকার বরদাস্ত করবে না। কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

পুলিশ জানতে পেরেছে, চন্দন নামে কোনও বন্ধুর মৃত্যুর ‘প্রতিশোধ’ নিতেই এই হামলার ছক কষেছিল গোপাল।

এতসবের মধ্যে বিজেপি নেতা জি ভি এল নরসিংহ রাও বিতর্কিত মন্তব্য করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, ‘অভিযুক্ত যুবকের নাম ইসমাইল হলে ভণ্ডরা চুপ করে থাকতেন।’

ফেসবুকে হুমকি দিয়ে হামলা

২০ জন শিশুকে পণবন্দি করার ঘটনায় উত্তাল উত্তরপ্রদেশ। ৫ ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা চলেছে। এখনও কাউকেই উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ, কমান্ডো থেকে পুলিশ আধিকারিক, বিধায়ক— সবাই ঘটনাস্থলে হাজির। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জামিনে মুক্তি পেয়ে এক খুনের অভিযুক্ত নিজের স্ত্রী, এক বছরের কন্যা–সহ ২০ জন শিশুকে নিজের বাড়িতেই পণবন্দি করে রেখেছে। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলার কাসারিয়া গ্রামের ঘটনা। পুলিশ লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে। নাম সুভাষ বাথাম। পুলিশ জানিয়েছে, খুনের দায়ে অভিযুক্ত সুভাষ নিজের মেয়ের জন্মদিন পালনের নামে গ্রামের বেশ কিছু শিশুকে নিমন্ত্রণ করে। যেই তারা বাড়িতে আসে, সে তাদের বন্দুক দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। তার মধ্যে তার স্ত্রী ও কন্যাও রয়েছে। বাচ্চারা বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরা অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে দরজায় ধাক্কাধাক্কি দিতে থাকলে সুভাষ গুলি চালাতে থাকে। তাতে একজন আহত হয়েছেন বলে খবর। তাঁরা পালিয়ে গিয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ পিসিআর ভ্যান নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে সুভাষ বাথাম বাড়ির ভেতর থেকে তাঁদের উদ্দেশে গুলি চালাতে থাকে। বলতে থাকে, সে নির্দোষ, তাকে মিথ্যে খুনের মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। দেশি বোমাও ছোড়ে। কানপুর জোনের আইজি–র নেতৃত্বে কমান্ডো, জঙ্গিদমন স্কোয়াড ও পুলিশ গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিজি ও পি সিং জানিয়েছেন, ‘পুলিশ খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে, যাতে পণবন্দিদের কোনও ক্ষতি না হয়। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত একটি দল পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রস্তুত রাখা হয়েছে কমান্ডোদেরও। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, পণবন্দি শিশুদের নিরাপত্তা ও দ্রুত তাদের উদ্ধার করে আনা। পরিস্থিতি বেশ কঠিন। সমস্ত বড় পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে হাজির রয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য দু’তরফের কারও ক্ষতি না করে উদ্ধারকাজ সারা।’ স্থানীয় বিধায়ক নগেন্দ্র সিংও সুভাষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, সুভাষের কোনও মানসিক সমস্যা হতে পারে। উত্তরপ্রদেশের আইন–শৃঙ্খলা দপ্তরের অফিসার ইন–চার্জ পি ভি রামস্বামী আশা করছেন, শিগগিরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। বলেছেন, ‘আমাদের বাহিনী ঘটনাস্থলে রয়েছে। লোকটির সঙ্গে কথাবার্তাও চলছে। শিশুদের উদ্ধারের জন্য আমাদের বিশেষ কৌশল আছে, তা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না। এটুকু বলতে পারি, শিশুরা নিরাপদে রয়েছে এবং তারা নিরাপদেই থাকবে।’ গভীর রাত পর্যন্ত ঘটনাস্থলে তীব্র উত্তেজনা রয়েছে।